রাজনীতির দহনে অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা

মুহাম্মদ ইসকান্দর আলম

সারা দেশ পুড়ছে রাজনীতির আগুনে। মানুষ পুড়ছে, দেশের সম্পদ পুড়ছে, রক্ষা নেই অর্থনীতির। বেহালা দশা ব্যাংকিং ব্যবস্থার। রাজনীতির রোষানলে পিষ্ঠ অর্থনীতি। গণতন্ত্রের করুণ আর্তনাদ স্পষ্ট সবখানে। ক্ষমতাপিপাসু, পিশাচদের নোংরা রাজনীতির শিকার সাধারণ জনগণ, লক্ষ্যবস্তু রাষ্ট্রের সম্পদ। কোথাও কেউ নেই এ সম্পদ রক্ষার। রেল লাইন উপড়ে ফেলা হয়, রপ্তানী শিল্প প্রতিষ্ঠানে আগুন জ্বালিয়ে উল্লাস চলে, বন্দরে বোমা পড়ে, গাড়িতে বাড়িতে পেট্রোল বোমা, এ কোন সভ্যতার দেশ! কোন গণতন্ত্রের ভাষা। সরকার যেখানে তার নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে পারে না সেখানে রাজস্ব আয় চাওয়ার অধিকার কি? Tax payee দের ব্যবসা নিরাপদ নয়, বৈদেশিক মুদ্রা আহরণকারীদের নিরাপত্তা নেই, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করার স্বাভাবিক সুযোগটাও নেই, সে দেশে গণতন্ত্র একটা বড় অভিশাপ। গণতন্ত্র হচ্ছে- Democracy is a government of the people, by the people and for the people [Abraham Linkon] অর্থাৎ গণতন্ত্র হলো জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন, আমাদের দেশে রাজনীতির যে দহন চলছে, এ কোন রকমের গণতন্ত্র কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থা।

বিশ্ব অর্থনীতিতে যে কালো মেঘ দেখা দিয়েছিলো তা থেকে বাদ যায়নি ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থ ব্যবস্থা, গ্রীস, ইতালী, এমনকি ইউএস এর অর্থ ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়েছিল। সে সময়েও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সূচক খুবই ভাল ছিল। মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়নি কখনো, বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে বাংলা টাকার শক্তিশালী অবস্থান ছিলো। Inward Remittance এর অন্তঃমুখী প্রবাহ ছিল। কিন্তু কেবলি বিশৃঙ্খলপূর্ণ ও ধ্বংসাত্মক রাজনীতির কারণে আজ বাংলাদেশের অর্থনীতি ভেঙ্গে যেতে বসেছে। ভেঙ্গে যাচ্ছে অভ্যন্তরীণ অর্থব্যবস্থাপনা, ব্যাংকিং কাঠামোতে চাপ বাড়ছে। দেউলিয়া হতে বসেছে সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানসমূহ। রাজনৈতিকপ্রসূত সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের অবস্থা খুবই নাজুক। বিদেশে এর বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে বসেছে। বিদেশী ক্রেতাদের পাওনা দিতে হিমশিম খাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ পাওনা মিটানোর বিষয়ে উদাসীনতা আরো বেড়ে গেছে।

যেখানে গণতন্ত্রের ভাষা 'বিশ্বাসযোগ্যতা' হারিয়ে গেছে সবখানে অনুৎপাদনশীল খাতে রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রদেয় বিনিয়োগ ফেরৎ আসবে কিনা গণতান্ত্রিক বুলি আউড়ানো সরকার ভাল জানেন।

হর-হামেশা হরতাল, অবরোধ, বোমাবাজি, পেট্রোল ছোঁড়া, জনপদ ভীতি ও সন্ত্রস্ত্র করা, ব্যক্তিগত সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংসে প্রতিযোগিতায় নামা এ সব কিসের ইঙ্গিত? এটা কোন গণতন্ত্রের ভাষা? সার্বভৌমত্ব ও কল্যাণকর রাষ্ট্রের কোনরূপ? বাংলাদেশের বর্তমান গণতন্ত্রের ভাষা কখনো স্বাধীন ও আধুনিক গণতন্ত্রের ভাষা হতে পারে না। ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে আগুন দেয়া কখনো গ্রহণযোগ্য রাজনীতির ভাষা হতে পারে না। আজকে গার্মেন্টস শিল্প ধ্বংসের পাঁয়তারা চলছে দেশী বিদেশী চক্রান্তে। শতশত কোটি ডলারের বিদেশী অর্ডার অন্য দেশে চলে যাচ্ছে নিরাপত্তা ও অনিশ্চয়তার দোহাই দিয়ে। রপ্তানীযোগ্য মালামালে আগুন দেয়া হচ্ছে, রাস্তা অবরোধ দিয়ে পণ্যবাহী যানবাহন পোর্টে যেতে দেয়া হচ্ছেনা, নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য বোঝাই হতে না পেরে অর্ডার পরিত্যক্ত হচ্ছে। শতশত কোটি ডলারের ঘাটতি বর্তাচ্ছে ব্যাংকগুলোর উপর। এ দায়ভার কিভাবে শোধ হবে। রাজনীতিবিদরা কি একটু চিন্তা করেন না দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদরা এ সব নোংরা রাজনীতি থেকে কবে সরে আসবে জাতির প্রশ্ন? কাঁচামাল ক্রয়ের বিনিময় মূল্য লাভসহ বিদেশী ব্যাংকগুলো বাংলাদেশী ক্রেতাদের ব্যাংকগুলোর কাছে কড়াগণ্ডায় বুঝে নেবে। ওই কাঁচামালে তৈরীকৃত পণ্য রপ্তানি হোক আর না হোক, কিছুই যায় আসে না। এসব বুঝার সময় কি বাংলাদেশের রাজনীতিবীদদের এখনো আসেনি?

মনে রাখা দরকার একটা শিল্প ধ্বংস হওয়া মানে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়া। হাজার হাজার, পরিবার ধ্বংসের মুখে পতিত হওয়া। আজ যারা গার্মেন্টস শিল্পে আগুন দিচ্ছে, তারা মূলত জনগণের দু'মুটো ভাতে আগুন জ্বালাচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হচ্ছে দেশ ও জাতি এ

শিল্প অন্য দেশে চলে গেলে জনবহুল রাষ্ট্রের জনগণের অবস্থা কি হবে রাজনীতিবিদরা ভেবে দেখেছেন কি? যে সেক্টর থেকে দেশের সিংহভাগ আয় আসে সে শিল্প ধ্বংসের চক্রান্ত রূখে দিতে হবে সম্মিলিতভাবে।

বাংলাদেশে অর্থনীতির সূচক বেড়েছে, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে সাধারণ জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন লক্ষণীয়ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতির শক্তিশালী দেশসমূহ অবাকচিত্তে এ দেশের অগ্রসরমান অর্থনীতির প্রশংসা করেছে। এভাবে চলতে থাকলে খুব সহসা একটা মধ্যমানের দেশ হিসাবে বিবেচিত হবে বলে রব উঠেছে। কিন্তু ক্ষমতার লোভ বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের মন জয় করতে পারেনি, কেউ ক্ষমতা ছাড়তে চায় না; আর অন্যরা যে কোন কিছুর বিনিময়ে ক্ষমতায় যেতে চায়- এ দহনে পুড়ছে দেশ ও অর্থনীতি। রাজনীতি হয়ে পড়েছে বিবর্ণ, ধর্মের নামে ধর্মীয় শ্লোগানে ও মাতোয়ারা মতলববাজ হুজুর সমাজও। কি চায় তা স্পষ্ট নয়।

অর্থনীতির ভাষা পরিষ্কার। শত আবেগ এর গতিরোধ করতে পারে না। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বেড়েছে, অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শিল্প উদ্যোক্তা কেউ এর পরশ থেকে দূরে নয়। তবে দেশ অচল হয়ে পড়লে এবং উৎপাদন পন্য সহজভাবে নির্দিষ্ট গন্তব্যে না পৌঁছালে এ টাকা ব্যাংকে যাবে কিভাবে? আমানতকারীদের আমানতের বিপরীতে ঘোষিত লভ্যাংশ প্রদানে ব্যাংকগুলো হিমশিম খাবে সহজেই অনুমেয়।

সরকার রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ও সঞ্চয়পত্রের অত্যধিক সুদ ঘোষণা দিয়ে যেভাবে আর্থিক বাজার থেকে জনগণের টাকা উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তা Maturity কালীন সহজভাবে ফেরৎ দেবার নিশ্চয়তা কতটুকু ঠিক সময়ে টের পাওয়া যাবে।

বিশৃঙ্খলপূর্ণ এ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। সুদনির্ভর আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ভীষণ চাপে আছে তা সহজে অনুমেয়। ক্রয়-বিক্রয় ও বস্তুর উপস্থিতি নির্ভর ইসলামী ব্যাংকগুলো শরীয়া সম্মত পদ্ধতিতে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারলে এ প্রতিকূল অবস্থা ভালভাবে উৎরাতে পারবে বলে আশা করা যায়।

আল্লাহ্‌পাক রাব্বুল আলামীন সুদকে হারাম করেছেন। সুদের ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন- "তোমরা যদি সুদ পরিত্যাগ না করো তাহলে আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।"

রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুদগ্রহীতা সুদের লেখক ও সুদের সাক্ষীকে অভিশম্পাত করেছেন এবং তিনি বলেছেন তারা সকলে সমান অপরাধী। কিন্তু দুঃখের বিষয়। আল্লাহর নিষিদ্ধ সুদের উপর ভিত্তি করেই চলছে প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা। আল্লাহর শোকর বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার শক্ত ভিত রচিত হয়েছে আগে থেকেই। এ যাত্রাকে নিত্যনতুন গবেষণায় আরো বিশ্বব্যাপী করার কাজে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

সুদের সর্বগ্রাসী অভিশাপ থেকে দূরে থাকতে হবে। মুনাফা নির্ভর ব্যবসা ইসলামে বৈধ। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন-

اللذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذالك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا

[سورة البقرة - ٢٧٥]

অর্থাৎ যারা সুদ খায় তারা তাদের মত দণ্ডায়মান যাদেরকে শয়তান তার স্পর্শ দিয়ে পাগল করেছে। এটা এ কারণে যে, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় (বেচা-কেনা) তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ্ ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম। [সূরা আল্ বাক্বারাহ্, আয়াত-২৭৫]

মূলতঃ ক্রয় বিক্রয় আর সুদের মধ্যে যতই বাহ্যিক মিল খোঁজার চেষ্টা করা হোক না কেন কিংবা যতই সাদৃশ্য পাওয়া যাক্ না কেন, দু'টি এক নয়। সুদ-হারাম, ক্রয়-বিক্রয় হালাল। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় বিবেচনায় ব্যবসা পরিচালিত। যা শরীয়তসম্মত মুনাফা নির্ভর ও বৈধ।

সুদ সর্বাবস্থায় পরিহারযোগ্য। এমনকি এমন কোন লেন-দেন করাও সম্মত হবে না যা পরোক্ষভাবে সুদের দিকে নিয়ে যেতে পারে। হাদীস শরীফে এসেছে-

عن ابى سعيد الخدرى وعن ابى هريرة رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء ة بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقالا والله يارسول الله انا لفأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنبًا [رواه البخارى ومسلم والنسائ]

অর্থাৎ হযরত আবু সায়ীদ আল্ খুদরী ও হযরত আবু হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক

ব্যক্তিকে খায়বারে কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ভাল মানের খেজুর নিয়ে এলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, খাইবারের সমস্ত খেজুর কি এ রকম? তিনি বললেন, না, আল্লাহর কসম হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এ মানের এক সা' খেজুর সংগ্রহ করি সাধারণ মানের দুই সা' খেজুরের বিনিময়ে এবং দুই সা' সংগ্রহ করি তিন সা' এর বিনিময়ে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ রকম করো না। প্রথমে সবগুলো (তোমাদের নিকট যে মানের খেজুর রয়েছে তা) দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করবে অতঃপর (প্রাপ্ত) দিরহাম দিয়ে উন্নত মানের খেজুর ক্রয় করবে।" [বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলে দিলেন যে, যার কাছে নিম্নমানের খেজুর আছে সে যদি ভাল মানের খেজুর সংগ্রহ করতে চায় তাহলে তাকে প্রথমে তার নিম্নমানের খেজুরগুলো নগদমূল্যে বিক্রি করে দিতে হবে। অতঃপর এর বিনিময়ে উন্নতমানের খেজুর সংগ্রহ করতে হবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিক্রির ফলাফল একই। কারো কাছে এটা ফুরিয়ে যাওয়া মনে হতে পারে কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথমটি নিষিদ্ধ করে দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছেন একটি অন্তর্নিহিত কারণে। আর সেটি হচ্ছে সরাসরি নিম্নমানের খেজুরের বিনিময়ে উন্নতমানের খেজুর সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে একই জাতীয় বস্তু কম-বেশী করে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হওয়ায় কোন একপক্ষের প্রতারিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অবস্থায় কোন পন্য নগদ মূল্যে বিক্রি করত: প্রাপ্ত মূল্য দিয়ে কাঙ্ক্ষিত পণ্য ক্রয় করা হলে পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারনের ক্ষেত্রে তা হবে ইনসাফের কাছাকাছি। এ কারণে দ্বিতীয় পদ্ধতিকে বৈধ আর প্রথমটি অবৈধ করা হয়েছে। অতএব, দেখা যাচ্ছে পদ্ধতি পরিবর্তনের কারণে হুকুম পরিবর্তন হয়ে যায়। এ কারণে, ইসলামী আইনের একটি মূলনীতি হচ্ছে-

تغير الصورة قد يؤدى الى تغير الحكم وان لم تغير النتيجة

অর্থঃ আকৃতি (সোরত) পরিবর্তন কখনো কখনো হুকুম এর পরিবর্তন ঘটায় যদিও ফলাফলে কোন পরিবর্তন হয় না।

উল্লিখিত হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সরাসরি বিনিময় না করে প্রথমে নিজেরটি বিক্রি করে পরে প্রাপ্ত মূল্য দিয়ে কাঙ্ক্ষিত মানের খেজুর ক্রয় করতে বলেছেন কি উদ্দেশ্যে? উদ্দেশ্য স্পষ্ট অর্থাৎ সুদ থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা পণ্য ক্রয় বিক্রয় নির্ভর ব্যবসা সম্পৃক্ত যা শতভাগ শরীয়াহ্ সম্মত। মূলত ইসলাম ধর্মে সব কিছুর সুন্দর ও সহজ সমাধান রয়েছে। প্রয়োজন কেবল অনুধাবনের, মান্য করার এবং বাস্তবায়নের।

সারা দেশে যেভাবে ধবংসলীলা চলছে তা থেকে নিস্তার পাচ্ছে না ব্যাংকগুলো। বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারকে এ বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণেরও আবেদন জানিয়েছে। রাজনীতির দহন এমন তীব্রতর হয়ে পড়েছে যে ব্যবসায়ীরা প্রায় ঘরবন্দি, ব্যাংকগুলোর Recovery নেই বললে চলে। এটা খুবই হতাশাব্যাঞ্জক যে, অর্থের প্রবাহ্ (Money Groulation) স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। কাঁচামাল আমদানি বিঘ্ন ঘটবে।

রাজনীতি জনস্বার্থে, রাজনীতির স্বার্থে মানুষ নয়, দেশকে সবার আগে স্থান দিয়ে এ যুদ্ধাংদেহী অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। দেশের অগ্রযাত্রায় গণতন্ত্র বিকশিত হবে। ক্ষমতা আঁকড়ে ধরা কিংবা ক্ষমতায় চড়ার মাঝে নয়। রাজনীতিবিদদের শুভ বুদ্ধির উদয় হোক।

লেখক: সিনিয়র এ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও শাখা প্রধান,
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি., ওয়াসা মোড় শাখা, চট্টগ্রাম।